যুগান্তর

তারিখ : 9 JAN 2006
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৩

যশোরেও চলছে একই অবস্থা

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ : যে নাটকের শেষ নেই

শফিউল ইসলাম

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে সব ধরনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। চেয়ারম্যান না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীর তিতুমীর কলেজের প্রিন্সিপালকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মাথায় তাকে 'মৌখিক' আদেশে প্রত্যাহার করা হয়। এ নাটকীয় ঘটনার ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও সরকার এখন পর্যন্ত তাকে প্রত্যাহারের লিখিত আদেশ কিংবা নতুন কাউকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেনি। এ পদে নিয়োগ নিয়ে সৃষ্ট নাটকের যেন শেষ নেই। যশোর শিক্ষা বোর্ডেও সরকার চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে না পারায় সেখানেও কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। একই অবস্থা চলছে সেখানে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এক মাসেরও বেশি দিন থেকে চেয়ারম্যান শূন্য হয়ে রয়েছে। গত মাসের ১৫ তারিখে প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণের পর থেকেই সরকার এখন পর্যন্ত কাউকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেনি। এরই মাঝে চলতি জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে একবার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক ও গোল্ড মেডেল পাওয়া তিতুমীর কলেজের প্রিন্সিপাল

করা হয়। এর মাঝেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে। সূত্র জানায়, প্রফেসর আজিজুর রহমানকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব টেলিফোনে তাকে 'চেয়ারম্যান পদ' থেকে প্রত্যাহার করার কথা জানিয়ে দেন। সেই মৌখিক আদেশেই তাকে তার আগের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু সেই মৌখিক আদেশ এখনও লিখিতভাবে জারি হয়নি। ফলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এখন কে– এ প্রশ্ন বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মুখে মুখে ঘুরছে। বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা বলছেন, শিক্ষামন্ত্রীর প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে কৌতুক করে বলছেন, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের জন্য সরকার সমর্থক যোগ্য ব্যক্তি নেই। এ জন্যই সরকার কালক্ষেপণ করছে। শুধু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডই নয়, যশোর শিক্ষা বোর্ডেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান গত সেপ্টেম্বর মাসে অবসরে যাওয়ার পর যোগ্যতার দিক দিয়ে জুনিয়র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুর মোহাম্মদকে দায়িত্ব দিয়েও একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটানো হয়। এ নিয়োগের বিরুদ্ধে বোর্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাঝে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে সরকার বাধ্য হয়ে বোর্ডের সচিব

মন্ত্রণালয় কাউকে চেয়ারম্যান হিসেবে এখন পর্যন্ত নিয়োগ দিতে পারেনি। সচিব ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে একই ব্যক্তি দুটি পদে দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম চালাতে গিয়ে কাজের ব্যাঘাত ঘটছে বলেও সূত্র জানায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর আমলার কারণেই শিক্ষামন্ত্রী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা সময়মতো কোন কিছুই শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেন না। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগগুলোর দায়িত্বে থাকা নির্বাহী পদে আসীন কর্মকর্তার মেয়াদ কবে শেষ হবে, বিধি অনুযায়ী এসব পদে কারা যোগ্য– সেসব শিক্ষকের নামের তালিকা কিংবা অতীত ধারাবাহিকতার তথ্যও শিক্ষামন্ত্রীকে জানানো হয় না। ফলে শিক্ষামন্ত্রী কোন সিদ্ধান্ত আগেভাগে নিতে পারেন না। যখন এসব পদে নিয়োগ প্রত্যাশীরা বিভিন্নভাবে লবিং করতে থাকেন তখনই এসব বিষয় শিক্ষামন্ত্রীর নজরে আসে। তবে অপর একটি সূত্র জানায়, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব থাকার কারণেও বেশিরভাগ সময়ই এ ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেননা, শিক্ষামন্ত্রী যাকে কোন পদের জন্য মনে মনে ঠিক করেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একই পদে অপর